দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02 JAN 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

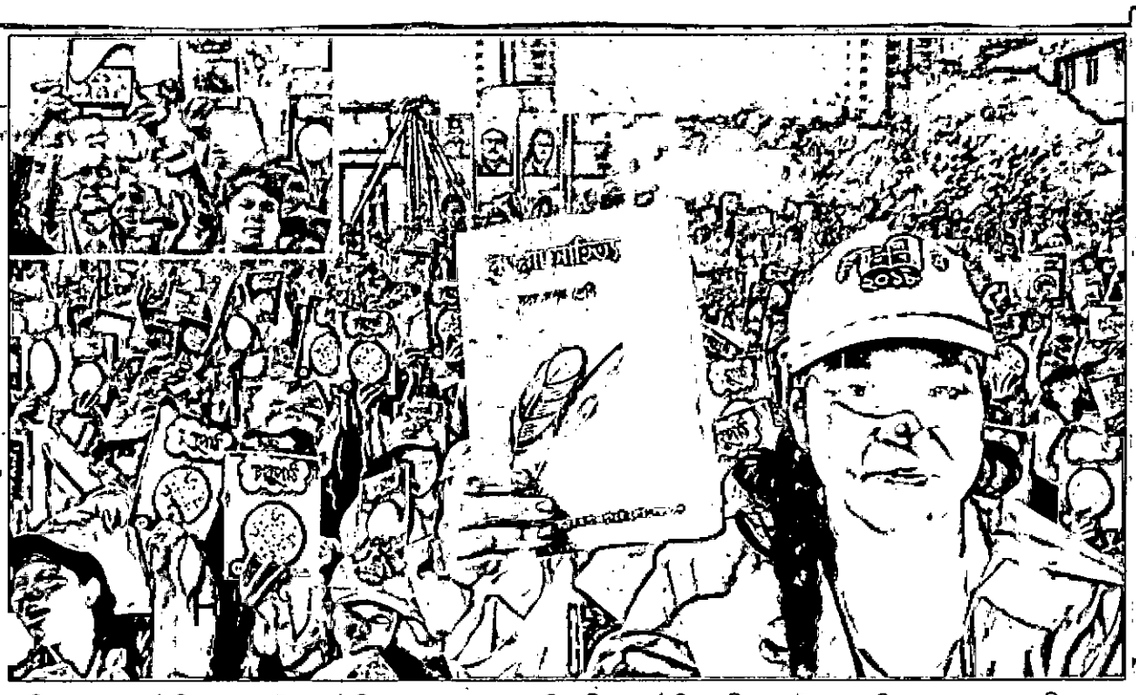

আজিমপুর স্কুল মাঠে বিনামূল্যের বই হাতে খুশির বন্যায় ভাসছে খুদে শিক্ষার্থীরা, সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ -জীবন ঘোষ

নতুন বইয়ের গন্ধে মাতোয়ারা সাড়ে ৪ কোটি খুদে শিক্ষার্থী

বছরের প্রথম দিন সাড়ে ৩৫ কোটি বিনামূল্যের বর্ণিল মোড়কের বই হাতে ছাত্রছাত্রীরা, দেশজুড়ে উৎসবের ঢেউ

স্টাফ রিপোর্টার ■ দেশ তো বটেই, গোটা বিশ্বেও এ এক অন্যরকমের উৎসব। পৃথিবীর কোথাও এমন উৎসবের নজির নেই। যে দৃষ্টান্ত টানা নবমবারের মতো স্থাপন করলো বাংলাদেশ। সোমবার বছরের প্রথম দিন দেশের প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সাড়ে চার কোটি স্কুল শিক্ষার্থীর হাতে ৩৫ কোটি ৪২ লাখ নতুন ঝকঝকে পাঠ্যবই তুলে দিয়ে ইংরেজি নববর্ষ শুরু করেছে বাংলাদেশ। রাজধানীসহ দেশজুড়ে স্কুলে স্কুলে উদযাপিত হয় 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব'। নতুন ক্লাসে গন্ধ মাখা বই হাতে পেয়ে আনন্দের জোয়ারে ভেসে যায় খুদে শিক্ষার্থীরা। বছরের প্রথম দিন ঝকঝকে নতুন বই পেয়ে শিশুদের অভিব্যক্তি ছিল একটিই, 'আজ আমরা অনেক খুশি।' খুশি অভিভাবকরাও।

রাজধানী থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামের স্কুলে স্কুলে উৎসবের মধ্য দিয়ে শুরু হলো প্রায় সাড়ে ৩৫ কোটি বিনামূল্যের পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণের বিশাল কর্মযজ্ঞ 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব-২০১৮'। রাজধানীতে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পৃথক পৃথকভাবে দুটি (৪ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

নতুন বইয়ের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসব উদযাপন করলেও সারা দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই অনুষ্ঠান হবে নিজ নিজ উদ্যোগে। সেখানে স্থানীয় প্রতিনিধি ও গবর্নিং কমিটির সভাপতি ও সদস্য, শিক্ষানুরাগীসহ বিশিষ্টজন উপস্থিত হয়ে বই উৎসব উদযাপন করেছেন। উৎসব ঘিরে সারাদেশেই ছিল শিশু শিক্ষার্থীদের খুশির বন্যা। একদিকে বছরের প্রথম দিন অন্যদিকে প্রিয় স্কুলে উৎসবে শামিল হয়ে হাতে আকর্ষণীয় ছবি আর বিষয় সম্বলিত শিক্ষাক্রমের রঙিন ঝকঝকে নতুন একসেট পাঠ্যবই। স্কুলে স্কুলে শিক্ষার্থীর এক অন্যরকম আনন্দ। শিক্ষার্থীরা নেচে-গেয়ে, আনন্দ-উল্লাসে, প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন নেড়ে, বেলুন উড়িয়ে শামিল হয় উৎসবে। রঙের বর্ণিল পাঠ্যবইয়ের মোড়কে কোমলমতি শিশুদের সম্মিলিত হাতে অনেক স্কুলে মাঠে জেগে উঠেছিল সাত রঙের রংধনু।

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয় জানিয়েছে, এবারের ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬২ বই মিলিয়ে গত ৯ বছরে মোট ২৬০ কোটি ৮৮ লাখ এক হাজার ৯১২ বই বিতরণ করেছে সরকার। গত বছরের চেয়ে এবার ১০ লাখ ৭০ হাজার ৯৬৬ শিক্ষার্থী বেড়েছে। ফলে এবার ৭১ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬৯ বই বেশি ছাপা হয়েছে। তবে আমাদের আজকের এই বিশাল উৎসবে পৌঁছানোর পথ সহজ ছিল না। বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০১০ সালের আগে কখনোই ছাত্রছাত্রী যেমন পায়নি বিনামূল্যের বই তেমনি বছরের প্রথম দিনও পাঠ্যবই হাতে পায়নি। বরং তা পেতে পেতে মার্চ/এপ্রিল পার হয়ে যেত প্রতিবছর। আর এই সুযোগে পাঠ্যবই নিয়ে অসাধু সিন্ডিকেট অস্থির করে তুলতো বইয়ের বাজার। এমন অবস্থায় মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই প্রথমবারের মতো ২০১০ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের দুই কোটি ৭৬ লাখ ৬২ হাজার ৫২৯ শিক্ষার্থীকে ১৯ কোটির অধিক বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল। পরে একটি বিশেষ মহল এনসিটিবি'র গুদামে আগুন লাগিয়ে দেয়। শত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে ২০১১ ও ২০১২ সালে বইয়ের সংখ্যা ২৩ কোটিতে উন্নীত করতে হয়। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি সরকারকে।

রীতি অনুসারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সকাল দশটায় গণভবনে কিছু শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেছিলেন। মূলত সেদিন থেকেই নতুন বই চলে যায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্কুলে। সোমবার থেকে দুই মন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন সারাদেশের বই উৎসবের। গত বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও ভালভাবে বই বিতরণ নিশ্চিত করতে ছাপা হয়েছে চাহিদার তুলনায় অন্তত ৫ শতাংশ বেশি বই। কোথাও সঙ্কট দেখা দিলে অতিরিক্ত এই বই সেখানে সরবরাহ করা হবে।

সোমবার সকাল দশটায় শিক্ষার্থীদের বই উৎসব উপলক্ষে আজিমপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সাজানো হয়েছিল বর্ণিল সাজে। উৎসবের মঞ্চ ছিল লাল-সবুজে মোড়ানো। ছাত্রছাত্রী আর অতিথিদের ক্যাপেও ছিল জাতীয় পতাকার রং। হাতে পাওয়া বই তুলে ধরে উৎসবের রঙে মিশে যায় শিশুরা। জাতীয় সংগীতের পর বেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ। ২৫ বিদ্যালয়ের কয়েক হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেয় এই উৎসবে। তার মধ্যে সাতটি বিদ্যালয়ের সাতজনের হাতে বই তুলে দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, উৎসবের মধ্য দিয়ে চার কোটি ৩৭ লাখ ছয় হাজার ৮৯৫ শিক্ষার্থী বই পাচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি বাড়িতে কোনো না কোনোভাবে নতুন বইয়ের ছোঁয়া লাগবে।